মেহেরপুরের আমঝুপিতে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে আমঝুপি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগ উঠান বৈঠকের আয়োজন করে।

আজ রবিবার বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় আমঝুপি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি শাহিদা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান,মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, মেহেরপুর শহর সমাজসেবা সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহ বিভিন্ন নেতা ও নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কে এগিয়ে; ফরহাদ নাকি ইমন ?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদীয় এলাকায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। দ্বাদশ

নির্বাচনে কে পাচ্ছেন মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার বৈঠা। এখন কেন্দ্র থেকে জেলা সর্বত্রই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে কে শতভাগ দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে বেশি পরীক্ষিত? এই প্রশ্নটিও সামনে চলে আসছে।

দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে কে সব সময় শতভাগ মেনে চলেন? কে এক-এগারোর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দলের কর্মকাণ্ডে বেশি সক্রিয় ছিলেন? গত ১০ বছরেরও বেশি সময়ে কে বেশি মূল্যায়ন পেয়েছেন?

নির্বাচনের ৩ মাস বাকি থাকলেও মেহেরপুরের সাধারণ ভোটাররা প্রার্থী বাছাইয়ে এখন থেকেই নেমেছে চুল চেরা বিশ্লেষনে। প্রার্থীদের অতীত, বর্তমান, বেঁড়ে ওঠা, ছাত্র জীবন সব কিছু নিয়েই এখন ভোটারদের বিশ্লেষণ। সেক্ষেত্রে মেহেরপুর-১ আসনের যাদের নাম ঘুরে ফিরে আসছে তাদের মধ্যে রয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা এমএএস ইমন। এই দুই নেতাকে নিয়ে মেহেরপুরের সর্বত্রে চলছে আলোচনা সমালোচনা। শিক্ষা- দীক্ষা ও আচরণে কে এগিয়ে আছে এনিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। তবে এ দু নেতার বাইরেও প্রায় দশ জন নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

জানা গেছে, বর্তমান এমপি ফরহাদ হোসেন ১৯৮৭ সালে খুলনার মুহসিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৯ সালে সরকারি ব্রজলাল (বিএল) মহাবিদ্যালয় থেকে এইসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকার সিটি কলেজ থেকে ব্যাচেলার অব আর্টস বিভাগে ১৯৯১ সালে বিএ পাশ করেন। পরে ইংলিশ ভাষার উপর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রিলিমিনারিসহ মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা সিটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন।

শিক্ষা জীবনে রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও তার বাবার রাজনৈতিক কারনে সর্বশেষ তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পরে ২০১৫ সালে

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হলে সরাসরি তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তিতে ২০২২ সালের সম্মেলনেও ফরহাদ হোসেন দ্বিতীয় বারের মত সভাপতি মনোনীত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ফরহাদ হোসেন তার পিতার রাজনৈতিক উত্তরসরি এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালিন প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বোন জামাই হিসেবেই রাজনীতিতে বেশি সুবিধা পেয়েছেন।

অপরদিকে, আব্দুস শুকুর ইমন (এম এ এস ইমন) মেহেরপুর জেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ওই বছরে এমএএস ইমন জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এইচএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে বিএসএস (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায়ন অবস্থায় তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরবর্তিতে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের এস এম হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ছাত্রলীগের সমাজ সেবা সম্পাদক এবং ২০০৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ছাত্ররাজনীতির ইতি টানেন। পরে ২০১৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কেন্দ্রীয় উপপ্রচার কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপসম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার ৩২ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ছাত্র জীবনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত। পেশাগত জীবনে তিনি প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসার সাথে জড়িত। তার মালিকানাধীন আনিশা প্রিন্টিং প্রেস থেকে সরকার ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হয়। তিনি পেট্রোবাংলার অধিনস্ত রুপান্তরিত গ্যাস কোম্পানী লি. এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, আইপি টিভি রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি এম এ এস ইমন মেহেরপুর স্থল বন্দরের বাস্তবায়ন আন্দোলনে মুখপাত্র হিসেবে স্থলবন্দর বাস্তবায়নে মূখ্যভুমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে যা্◌েচ্ছন।
একটি সূত্র জানায়, বিগত সময়ে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের এই নেতা (এমএএস ইমন) আন্দোলন, সংগ্রামে পরিচিত মুখ। বিশেষ করে বিএনপি

জামায়াত জোট সরকারের জুলুম নির্যাতন ও এক-এগারোর সময়ে দলের দুঃসময়ে এই নেতা সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে সব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে মাঠে ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র বলছে, পৈতৃক সূত্র ধরে ফরহাদ হোসেনকে কেন্দ্র যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছে। এর জন্য তৃণমূলের নেতাকর্মীরা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ওপরে খুশি। কিন্তু একাধিকবার এমপি নির্বাচিত হওয়ায় পর আওয়ামী লীগ নেতাদের অবমুল্যায়নে তারা দল থেকে অনেকটাই ছিটকে পড়েছেন। নেতারা জানান, দীর্ঘদিন জেলা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পাওয়া যেমন ফরহাদ হোসেনের জন্য বড় পাওয়া। পাশাপাশি তাঁকে ১০ বছরের বেশি সময় মেহেরপুর-১ আসনের এমপি’র পদও দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তবে, তাকে নিয়ে এখন আড়ালে-আবডালে শোনা যাচ্ছে নানা কথা।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে প্রায় ৮ বছর কাটিয়ে দেওয়া ফরহাদ হোসেন দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেননি। বরং নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন গ্রুপিংয়ে। একটি পক্ষের নেতা হিসেবে কম যোগ্যদের নেতৃত্বের কাতারে উঠিয়ে আনার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে। এসব কারনে তার পরিবারের মধ্যেকার লোক ছাড়া এখন আর কাউকে তার পাশেও পাওয়া যাচ্ছেনা।

সূত্রগুলো জানায়, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এমএএস ইমনকে মেহেরপুর-১ আসনের এমপি পদে চাইছেন জেলার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এমএএস ইমনকে অধিকতর কর্মীবান্ধব মনে করেন দলের বেশিরভাগ নেতাকর্মী। আর এসব বিবেচনায় তাঁকেই বেছে নেওয়ার অনুরোধ মেহেরপুর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের।

বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের এক দাবির মাঝে যুক্ত হচ্ছে লেজ

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে গণমিছিল করেছে বিএনপি। সরকারের পদত্যাগসহ

নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবি আদায়ের কথা বললেও বিএনপি প্রায়শ একটা দুটো দাবি লেজ আকারে জুড়ে দিচ্ছে। বিএনপির সব নেতার সাথে বসে সিদ্ধান্ত না নিয়ে হুট করে নতুন দাবি তোলা দলটির অভ্যন্তরীণ মন কাষাকষির কারণে হচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলোর একাধিক দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৯ জুলাই ঢাকার চার প্রবেশমুখে বিএনপির সমন্বয়হীন অবস্থান কর্মসূচি নিয়ে বারবার নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। ২৮ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে হুট করে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এই কর্মসূচি। এই আন্দোলন নিয়ে আগাম কোনো আলাপ আলোচনা যুগপৎ এর মধ্যে হয়নি। এধরনের সমন্বয়হীনতার বিষয় বিএনপির নেতারা বারবারই করছেন। যুগপৎ এর নেতারা বলছেন, বিএনপি এরকম করছে এবং সামনের দিনে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া শরিক দলগুলোর কোনো কোনোটির কাছ থেকে ভবিষ্যতে আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তে কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শরিকদের যুক্ত করা বা সময়মতো অবহিত করার পরামর্শ এসেছে।

সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে যায় বিএনপিসহ ৩৬ রাজনৈতিক দল। গত জুলাই মাসে এসব দলে যারা যুক্ত হয় তাদের অধিকাংশ বিএনপির সমমনা দল। যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য। এর পরেই এক দফা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সেসময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমকে বলেন, ‘শিগগিরই আমরা এক দফা আন্দোলন শুরু করব। অর্থাৎ বিএনপির ১০ দফা ও যুগপৎ আন্দোলনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দফাগুলো মিলিয়ে এক দফা করা হয়েছে। অবৈধ সরকারের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নতুন কমিশনের অধীনে নির্বাচন। এখন এসব দাবি নিয়ে একটা জায়গায় আমরা এসেছি। সেটা মূলতই এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগের দাবি’।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন, যদি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদফা দাবিতেই লাগে তাহলে বিএনপি একেক সময় একেকটি দাবি যুগপৎ এর কর্মসূচিতে কীভাবে যুক্ত করে? যুগপৎ আন্দোলনের শরিক বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, “আমরা এখন যারা যুগপৎ আন্দোলনে আছি তারা লিয়াজো কমিটির মাধ্যমে কাজ করছি। বিক্ষোভ, অবরোধ, ঘেরাও ও হরতালসহ সব কর্মসূচিই আমাদের বিবেচনায়

আছে। আমাদের দাবি একটা। এর সাথে পৃথক দাবি যার যার দলের থাকতে পারে। যুগপৎ কর্মসূচির বাইরেও আমাদের নিজস্ব কর্মসূচি থাকবে।” যদিও বিএনপি নেতা রিজভী বারবারই যুগপৎ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়ে একাধিক দাবি ঘোষণা দিয়ে দেন।

আরেকটি বিষয়েও যুগপৎ এর সঙ্গে তথ্যগত লুকোচুরি করছে বিএনপি। যুগপৎকে না জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামায়াতে ইসলামীর এক সিনিয়র নেতা জানান, ‘আমরা সাথে আছি বলছি না। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত চূড়ান্ত আন্দোলনে নেতাকর্মীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। সবগুলো দল নামনে তখন আমরাও মাঠে থাকবো।

আলমডাঙ্গায় বধ্যভূমি পার্ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি পার্কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন।

তিনি আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। পরে তিনি দলীয় নেতা কর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই বধ্যভূমির এই পার্ক নির্মিত হচ্ছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষতমা দখল করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করতে চেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতির নিকট সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে কাজ করছে। ৭১ স্মৃতিস্তম্ভ গুলো সংররক্ষণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই দেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে

স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব দেখে বিএনপি -জামায়াত দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য বিদেশীদের কাছে ধর্না দিচ্ছে। কোন লাভ হবেনা। কেউ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারবে না। নির্বাচনে আসেন জনগণ ভোট দিলে ক্ষমতায় যাবেন। দলের নেতাকর্মিরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মতবিনিময়কালে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবাসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেন, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এডভোকেট খন্দকার সালমান আহমেদ ডন, পৌর আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেক, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আওয়ামীলীগ নেতা জয়নাল আবেদীন, কামরুজ্জামান শামীম, বীর মুক্তিযোদ্ধা দিদার আলী, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আহসানউল্লাহ, কুমারী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান টুটুল, সাবেক যুবলীগের সভাপতি আবু সিদ্দিক টগর, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা সজীব, দিপু,সাদী সিফাত, শোয়েব রকি, শাকিব, সজিব, অটল, প্রমুখ।

আগে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হত এখন উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে মোনালিসা ইসলাম

বিএনপির আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হতো আর এখন শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশ উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে।

সারা বাংলাদেশের মধ্যে মেহেরপুর মুজিবনগরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, সেই উন্নয়নের যে, জোয়ার সারা বাংলাদেশে বইছে সেই উন্নয়নে জোয়ারে ভাসছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মেহেরপুর মুজিবনগর। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আবারো দরকার শেখ হাসিনা সরকার। তাই আগামী নির্বাচনে দলমত নির্বিশেষে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

আজ শনিবার বিকেলে মোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগ আয়োজনে উঠান বৈঠকে এসব কথা বলেন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। তিনি আরো বলেন, স্যালুট জানাই মানবতার নেত্রিশ শান্তির নেত্রী যিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। মেহেরপুর মুজিবনগর এর উন্নয়নে আপনাদের ভাই আপনাদের সন্তান মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রাত দিন ২৪ ঘন্টা চিন্তা করেন মেহেরপুরের মানুষকে কিভাবে ভালো রাখবেন। মেহেরপুরকে আরো কিভাবে উন্নয়ন করা যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনার সততা ও আদর্শকে তিনি বুকে ধারণ করে মেহেরপুর কে একটি উন্নয়নশীল জনপদ হিসেবে গড়ে তুলছেন।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে মোনাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মোনাখালী ইউনিয়ন যুব

মহিলা লীগের সভাপতি শিমুল রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির সহধর্মিনী কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবমহিলা লীগের সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন সম্পাদক তহমিনা খাতুন সহ মোনাখালী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী একমাত্র মহিলা নেত্রী আফরোজা পারভীন।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফুলসুরাতন এর বাড়িতে নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সম্পাদক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করার অভিযোগ মেডিকেল অফিসার ডাঃ হিরার বিরুদ্ধে।

জানাগেছে, কয়েক দিন ধরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। হঠাৎ শনিবার সকালে অবস্থার অবনতি হলে সকালে তাকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষে তার ডেঙ্গেু পজেটিভ ধরাপড়ে। এসময় রোগীর পরিবারের লোকজন স্বাস্থ্য বিভাগের বহির্বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক হীরা খাতুনের নিকট ব্যবস্থা পত্র দেখাতে গেলে তিনি ব্যবস্থা পত্র না দেখে ছুড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ করছেন পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে মেডিকেল অফিসার ডাঃ হীরা খাতুন বলেন, চিকিৎসাপত্র ছুড়ে

ফেলে দেওয়া হয়নি। আমি ওটা সাইডে সরিয়ে রাখছিলাম। এছাড়া ও আজ শনিবার এই রোগী দেখার দায়ীত্ব আমার না। স্থানীয় লোকজন জানান, ডা: আচারন খারাপ হয়েগেছে। শুধু আজ এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয় এর আগেও রুগীদের প্রতি অবহেলা সহ অসদআচরন করা হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়লে খুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পরিবারের লোকজন, স্থানীয়রা সহ ছাত্রলীগের সদস্যরা চিকিৎকের অপসারনসহ দৃষ্টান্ত মুলক সাস্তির জন্য মানব বন্ধন করবে বলে জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মরত অনেকে তার বিরুদ্ধে খারাপ আচারন করার অভিযোগ তোলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, বিষয় টি দুঃখ জনক রোগী দেখার দায়ীত্ব সকল চিকিৎসকের। আমি আগামি কালের মধ্যে হীরাকে ওখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করবো।

জীবননগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগরের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌরসভা চত্বরে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর সভার ৪শতাধীক মানুষের ফ্রি চিকিৎসার প্রদান করা হয়। জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোঃ সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ ভাবনা থেকেই বার বার অসহায় মানুষের ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক ধনী ব্যাক্তি আছে যারা চিকিৎসার জন্য ভারতে যেয়ে থাকে।আমার নিবাচনী এলাকার অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষ আছে যারা জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েও টাকার অভাবে ভারতে চিকিৎসা করাতে যেতে পারছে না ।সে কারনে জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিবছর ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা

করে থাকি।এবার মিলে ৬বছর ধরে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছি।যত দিন বেচে থাকবো ততদিন জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কলকাতার বিশেষায়িত এ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিস্ট হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিমের প্রধান ডা. সূভোশিষ চক্রবর্তী (ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ) বলেন, আমরা ৬ সদস্যের মেডিকেল টিম বাংলাদেশে এসেছি। যারা হৃদরোগ, গাইনী, ক্যান্সার ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসার জন্য এ ধরনের মহতি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আলী আজগার টগর এমপিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃরিয়াজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, দর্শনা পৌর সভার মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু,জেসিআইয়ের পরিচালক মোঃ মুনতাসির আজগার আকাশ প্রমুখ।
ভারতীয় মেডিকেল বিশেষজ্ঞ টিমের সদস্যরা হলেন, কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. সুনিল, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আসফাক আহমেদ, গাইনী বিশেষজ্ঞ উতপল সেন, বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ আত্তারি পাল ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সোভা চক্রবর্তী।
উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

আলোচনা সভা ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের আয়োজনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দলীয় ও জাতীয়

পতাকা উত্তোলনসহ সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন এর সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লায়লা আরজুবান বানু, সিনিয়র সহ-সভাপতি পলি খাতুন বেদানা, সহ-সভাপতি সাবিয়া আক্তার সহ জেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। এই সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। গায়েবী মামলা, হামলা করে আমাদের দমানো যাবে না।’

মেহেরপুরে সরকারি শিক্ষক আওয়ামী লীগের কমিটিতে

মেহেরপুরের গাংনীর চৌগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুর রকিব শিক্ষকতার পাশাপাশি করেন রাজনীতি। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, সরকারী চাকুরী করলেও পাশাপাশি তিনি বর্তমান সরকার দলীয় সংগঠন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ২৬ নম্বর সদস্য।

নবগঠিত মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পুর্নাঙ্গ কমিটির প্রথম পরিচিতি সভাসহ জেলা কমিটির সভা সমাবেশ গুলিতে তার রয়েছে সরব উপস্থিতি। তবে তিনি বলছেন, তিনি নিজে জেলা কমিটির সদস্য নন। একই নামে অন্য এক আব্দুর রকিব জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তবে জেলা আওয়ামী লীগ কমিটির পরিচিতি সভা ও অন্যান্য সভা সমাবেশে তার সরব উপস্থিতির কারনের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বলেছেন তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা এর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ অংশে বলা আছে, সরকারি কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা

রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গসংগঠনের সদস্য হতে অথবা অন্য কোনোভাবে যুক্ত হতে পারবেন না অথবা বাংলাদেশ বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে বা কোনো প্রকারের সহায়তা করতে পারবেন না। অথচ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ভঙ্গ করে ওই শিক্ষক আওয়ামী লীগের সদস্য পদ পেয়েছেন।

এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে গাংনীর চৌগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুর রকিব বলেন, ‘এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন? কথাটা সত্য নয়। আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় আমি শুভাকাঙ্খী হিসেবে সাধারণ সম্পাদক খালেক ভাইয়ের সাথে গেছিলাম। ঐদিন অনেকেই গেছিল। কমিটির সদস্য গাংনীর থানা পাড়ার রকিব। আমাদের দুইজনের নামের মিল আছে বলেই আপনারা এমন ভাবছেন।‘

এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভুপেশ রঞ্জন রায় বলেন,আব্দুর রকিব যে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জেলা আওয়ামী লীগের পদে আছে এটা আমার জানা নেই। তবে সরকারি চাকুরী করে কেউ কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন না, এইটা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার পরিপন্থী। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। অভিযোগ সত্য হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ১ নম্বর সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন,’রকিব সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের ঘনিষ্ঠ, খালেকই তাকে জেলা কমিটিতে ঢুকিয়েছে। রকিব চাকুরি করে কিনা এবং ঠিক কি প্রক্রিয়াতে দলের কমিটিতে ঢুকল সেটা আমি জানি না।‘

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক আব্দুর রকিবের ব্যপারে কোন মন্তব্য না করে শুধু বলেন, ‘আব্দুর রাকিব স্কুল শিক্ষক, আমি তাকে চিনি।‘